Call to boost LNG terminal capacity

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta: Supply disruptions triggered by the ongoing conflict in West Asia have renewed discussions on developing strategic liquefied natural gas (LNG) reserves in India, with policymakers exploring the possibility of expanding storage capacity at existing LNG import terminals.

India's total natural gas consumption is estimated at about 189 million metric standard cubic metres per day (mmscmd), of which around 97.5 mmscmd is produced domestically. The ministry of petroleum and natural gas said on Tuesday that supplies of about 47.4 mmscmd have been affected due to force majeure conditions.

To manage the immediate situation, the government issued a natural gas control order on March 9 to prioritise supplies to critical sectors. It has also said that efforts are underway to procure gas through alternative suppliers and shipping routes.

Officials said the current geopolitical tensions have highlighted the need for a longer-term strategy to improve energy security through domestic LNG storage.

"This war has given an opportunity for having strategic storage, and we are critically thinking about creating such capacity in the country, particularly at LNG terminals where additional storage tanks can be added," said A.K. Tiwari, member (commercial) at the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB).

He added that the commercial viability of such projects would need to be examined as LNG would have to be procured, stored and later sold.

Tiwari was in the city to attend an event organised by Bengal Gas Company Limited as part of PNGRB's campaign to promote the use of natural gas across household, transport and industrial segments.

According to him, several models could be considered for creating strategic storage capacity, including joint ventures or public-private partnerships involving LNG terminal operators.

The idea has also been floated in earlier policy proposals. In a draft circular issued in October 2025, the oil ministry proposed amendments to LNG terminal registration rules requiring operators to maintain a credible plan for storage capacity, including an additional 10 per cent buffer that the government could access during supply disruptions or price shocks.

একটি সর্বাত্মক পরিকাঠামো তৈরির পরামর্শ দিয়েছে এই কমিটি।

গ্যাসে জোর

কলকাতা পুর-এলাকায় আরও বেশি করে পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে দিতে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানিকে পরামর্শ দিলেন পেট্রোলিয়াম পর্ষদের কর্তা এ কে তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে তিনি জানান, কলকাতাতে এই গ্যাসের চাহিদা মেটাতে বেঙ্গল গ্যাসকে কাজ করতে হবে।

কাজের আর্জি

রাজ্যের শিল্পায়নের স্বার্থে

পিএনজি-র জোগান নিরবচ্ছিন্ন, আশ্বাস দিয়ে বলল বোর্ড

দু’বছরেও ঠিক হয়নি রাস্তা খোঁড়ার খরচের হার

শহরে পাইপে গ্যাস বহু দূর

অঙ্কুর সেনগুপ্ত

গত কয়েক দিন ধরে কলকাতা-সহ গোটা দেশে যে ভাবে রান্নার গ্যাস নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তা নজিরবিহীন বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের। বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের অপ্রতুল জোগান ও গৃহস্থের সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্ক অবস্থাকে আরও জটিল করেছে। যে কারণে পাইপে রান্নার গ্যাস সরবরাহে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। তবে বিশেষজ্ঞদের আক্ষেপ, কলকাতা এখন চাইলেও এই সুযোগ নিতে পারবে না। কারণ চূড়ান্ত হয়নি রাস্তায় কাজ চালানোর খরচের হার। ফলে পাইপে গ্যাস পরিষেবা বিশ বাঁও জলে। সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি, তা ঠিক সময়ে চালু করা গেলে সমস্যা কম হত। বেঁচে যেত বহু হোটেল-রেস্তরাঁ।

কলকাতা পুর এলাকা-সহ শহরতলিতে পাইপে গ্যাস দেওয়ার ছাড়পত্র আছে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানির হাতে। সিইও অনুপম মুখোপাধ্যায়ও জানান, ছাড়পত্র মিলেছে। দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস যথেষ্ট রয়েছে। ফলে পাইপে তা পেতে সমস্যাও নেই। তবু পরিষেবা চালু হয়নি।” সূত্রের খবর, এর অন্যতম কারণ পুর-গাফিলতি। কলকাতা পুর এলাকার রাস্তায় কাজ করলে খরচ বাবদ কত টাকা পুরসভাকে দিতে হবে, তা নিয়েই সিদ্ধান্ত হয়নি। এই প্রসঙ্গে শুক্রবার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, “এক বার বেঙ্গল গ্যাস একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কথাবার্তা হয়। তারপর আর ওরা আসেনি, কথাও এগোয়নি।”

বেঙ্গল গ্যাসের দাবি, শহরে পাইপ বসাতে কলকাতা পুরসভা মিটারে প্রায় ৮৪৪ টাকা চাইছে। অথচ অন্য সব পুর এলাকায় তা ১৫০ টাকার আশেপাশে। সংস্থা তা কমানোর আবেদন করেছিল। ২০২৩-এর নভেম্বরে চিঠিও দেওয়া হয়। তার পরে একাধিক বৈঠক ও চিঠি চালাচালির পরেও পুরসভার চূড়ান্ত উত্তর আসেনি। এ নিয়ে ৮ জানুয়ারি বেঙ্গল গ্যাসের সিইও কলকাতা পুরসভার তৎকালীন কমিশনার সুমিত গুপ্তের সঙ্গে বৈঠক করেন। কিন্তু হাল বদলায়নি, দাবি অনুপমের।

গত বুধবার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত পাইপে গ্যাস চালু করা নিয়ে পুরসভায় বক্তব্য রাখেন। তার প্রেক্ষিতে মেয়র জানান, পুরসভার সঙ্গে সংস্থার কথা হয়েছে। যাদবপুর, টালিগঞ্জ, কসবা এলাকায় লাইন পাতার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কাজ চলছে। তবে কবে গ্যাস মিলবে পুরসভার জানা নেই। সূত্রের দাবি, বাস্তব ছবিটা আলাদা। গত বছর মার্চ-এপ্রিলে কালিকাপুর থেকে যাদবপুর থানা ৩.৫ কিলোমিটারে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এই লাইন বসিয়েছে বেঙ্গল গ্যাস। অনুপম বলেন, “রেট চূড়ান্ত না হওয়ায় শহরে লাইন পাততে পারছি না। পাইলট প্রকল্প সত্ত্বেও পরিকাঠামো না থাকায় এই লাইনে গ্যাস পাঠানো যাচ্ছে না।”

প্রশাসনিক সূত্র জানাচ্ছে, খরচ সংক্রান্ত ফাইল একাধিক বার মেয়রের কাছে গেলেও তা পাশ হয়নি। অনুপম বলেন, “কলকাতার আশেপাশে বহু পুরসভা সায় দিয়েছে। সেখানে লাইন পাতা শেষ। কল্যাণীতে অনেকে ব্যবহারও করছেন। শীঘ্রই আরও ৩-৪টি পুর এলাকায় চালু হবে। কিন্তু কলকাতা নিয়ে আমি দিশাহারা।” সংস্থা সূত্রের দাবি, ৮৪৪ টাকা ধরলে কলকাতায় ৩৪০০ কিলোমিটারে পাইপ বসাতে লাগবে প্রায় ৫৬৫ কোটি। এটা বহন করা কার্যত অসম্ভব। যদিও প্রকল্প চালু হলে এখানে বাড়ি, হোটেল ও রেস্তরাঁ মিলিয়ে প্রায় ৩.৫ লক্ষ গ্রাহক গ্যাসের সংযোগ পাবেন।

কেন্দ্র সাধারণ মানুষকে বলছে, প্রাকৃতিক গ্যাস, অর্থাৎ পাইপে রান্না ও গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের গ্যাসের জোগান যথেষ্ট। সম্ভব হলে সকলে সেই সংযোগ নিন। সম্প্রতি কলকাতায় এসে সেই অনুরোধ করেন পেট্রোলিয়াম বোর্ডের সদস্য এ কে তিওয়ারিও। বলেন, “এই গ্যাস দেশে উৎপাদন হয়, সমস্যা তাই কম। পেট্রোলিয়ামজাত তেল-গ্যাস আমদানি হওয়ায় সমস্যা বেশি।”

বিজ্ঞাপন

সিলিন্ডার সংকটে আগ্রহ বাড়বে পাইপলাইনে গ্যাস পেতে, আশাবাদী সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: পশ্চিম এশিয়ায় ভয়াবহ যুদ্ধের আবহে রান্নার গ্যাসের জোগান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে ডিস্ট্রিবিউটরদের দোকানের সামনে উদ্বিগ্ন গ্রাহকদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে। একটি সিলিন্ডার ডেলিভারির ২৫ দিনের মধ্যে নয়া বুকিং না নেওয়ার নিয়মও দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে গ্রাহকদের। এই পরিস্থিতিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আশার আলো! এতদিন এনিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে তেমন কোনো সাড়া না পড়লেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেকেই আর সিলিন্ডারের ঝামেলায় না গিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ পরিষেবার দিকে ঝুঁকবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ইতিমধ্যে গত শনিবার পেট্রলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পাইপলাইনে রান্নার গ্যাসের সংযোগ থাকলে তাঁদের এলপিজি সিলিন্ডার ছেড়ে দিতে হবে।

গত বছরের শেষের দিক থেকে রাজ্যের কিছু এলাকায় পাইপলাইনে বাড়ি বাড়ি গ্যাস সরবরাহ শুরু করে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড। আরও কয়েকটি এলাকায় পরিকাঠামো সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গ্যাস কত খরচ হচ্ছে, তা পরিমাপ করার জন্য ইতিমধ্যে বহু বাড়িতে মিটার পর্যন্ত বসে গিয়েছে। এতকিছুর পরেও পাইপলাইনে গ্যাসের সংযোগ নিতে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি মানুষের মধ্যে। সংশ্লিষ্ট গ্যাস কোম্পানি সূত্রে খবর, এখনো পর্যন্ত প্রায় ৫৫০টি বাড়িতে এই সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তবে আরও অনেক পরিবারকে এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে। সূত্রের খবর, নদীয়ার কল্যাণী, হুগলির চন্দননগরের একাংশ সহ আরো কিছু জায়গায় পাইপ বসানোর কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে যেভাবে রান্নার গ্যাসের সংকট চলছে, তাতে পাইপ বাহিত গ্যাসের সংযোগ বিকল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুরাহা হতে পারে। তারপরও কেন এই সংযোগ নিতে সাধারণ মানুষের আগ্রহ তলানিতে, সেটাই ভাবাচ্ছে সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিক ও সংস্থার কর্তাদের। তবে তাঁরা আশা করছেন, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকেই এবার পাইপলাইন সংযোগের কথা ভাববেন।

সূত্রের খবর, যেখানে যেখানে পাইপলাইন সংযোগ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, সেখানে গ্রাহকদের আবেদনের ভিত্তিতে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু করে দিয়েছে সংস্থা। এক্ষেত্রে নিয়ম হল 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। এই টাকা গ্রাহকদের থেকে ধাপে ধাপে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সার্বিক চাহিদা তাতে খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, নদীয়ার কিছু অংশে ১২ হাজার বাড়িতে মিটার বসানো হয়েছে। সাড়ে পাঁচ হাজার বাড়িতে পাইপলাইনের কাজ শেষ। এসব বাড়িতে চাইলে এখনই গ্যাস সরবরাহ শুরু করে দেওয়া সম্ভব। সংশ্লিষ্ট এক আধিকারিক বলেন, 'পুরানো ব্যবস্থা থেকে নতুন ব্যবস্থায় সরে আসার জন্য মনস্থির করতে মানুষের কিছুটা সময় লাগে। আমরা প্রচার করছি। আশা করছি, বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে অনেকেই গ্যাসের সংযোগ নিতে এগিয়ে আসবেন।'